দৈনিক
ইত্তেফাক

11 MAR 2008

৫ ৭

বরিশালে হেলথ টেকনোলজি ইনস্টিটিউটের নির্মাণ কাজ প্রায় সম্পন্ন

॥ বরিশাল অফিস ॥

নির্দিষ্ট সময়ের আগেই এখানে হেলথ টেকনোলজি ইনস্টিটিউটের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হচ্ছে। শেরে বাংলা মেডিক্যাল কলেজ সংলগ্ন এলাকায় ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে ইনস্টিটিউটের জন্য ৫টি ভবন নির্মাণ কাজ গত বছর মে মাসে শুরু হয়। অন্যান্য বিভাগীয় শহরগুলোর মত এখানেও হেলথ টেকনোলজি ইনস্টিটিউটের জন্য সিএমএমইউ'র দফতর থেকে দরপত্র আহবান করা হয়। ৩ একর জমির ওপর একাডেমীক ভবন, পুরুষ-মহিলাদের জন্য আলাদা দুটি হোস্টেল ভবন, অধ্যক্ষের কোয়ার্টার, অফিসার্স কোয়ার্টার ও একটি স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়। ৬টি ভবনের মধ্যে ৫টি ভবনের নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ হওয়ার পথে। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান তাজ কনস্ট্রাকশন জানায়, আড়াই বছরের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করার কথা থাকলেও নির্ধারিত সময়ের এক বছর আগেই আগামী ডিসেম্বর মাসে ভবনগুলো সিএমএমইউ'র কাছে হস্তান্তর করা হবে। সিএমএমইউ'র নির্বাহী প্রকৌশলী বেলায়েত হোসেন জানান, দেশের ৫টি বিভাগীয় শহরের মত এখানকার ইনস্টিটিউটের জন্য প্রশাসন নিয়োগ করা হবে। তাদের কাছে ইনস্টিটিউট হস্তান্তর করা হবে। স্বাস্থ্য বিভাগের মতে দেশে চাহিদা মাত্র ৪ ভাগের এক ভাগ হেলথ টেকনিশিয়ান রয়েছে। হেলথ টেকনোলজি ইনস্টিটিউট না থাকায় ধীরে ধীরে টেকনিশিয়ান সংকট প্রকট হয়ে উঠে। দক্ষ টেকনিশিয়ান না থাকায় প্রাইভেট ক্লিনিক ও ডায়াগনষ্টিক ল্যাবগুলোতে অদক্ষ টেকনিশিয়ান দিয়েই আলট্রাসনোগ্রাম ও এক্সরেসহ রোগীদের গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ সম্পন্ন করা হয়। জরুরী অবস্থা জারির পর ডায়াগনষ্টিক সেন্টার ও ক্লিনিকে অভিযান চালিয়ে টেকনিশিয়ান সংকটের রহস্য উদঘাটন করা হয়।

দক্ষ টেকনিশিয়ান প্রয়োজনের তুলনায় কম থাকায় একই টেকনিশিয়ান একাধিক ল্যাবে কাজ করেন। কোথাও কোথাও দক্ষ টেকনিশিয়ান ছাড়াই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। টেকনিশিয়ান সংকট কাটাতে বিভাগীয় শহরগুলোতে ইনস্টিটিউট নির্মাণের পদক্ষেপ নেয়া হয়।